অভিযোগের কিছু উত্তর ।

জিটিভিতে প্রচারিত বোম্বের চিত্রনায়িকা হেমা মালিনী কর্তৃক উপস্থাপিত ধারা বাহিক অনুষ্ঠান 'ভারতীয় সঙ্গিতের হাজার বছর' আমার খুব ভাল লেগে ছিল । দেবতার বন্দনার জন্য সৃষ্ট সঙ্গিত তার ঐকতান নষ্ট না করে কি ভাবে বিবর্তিত হয়ে মন্দির, মোগল দরবার, বাইজী ও মধ্যবিত্তের বৈঠকখানা হয়ে রাস্তার গণ-মানুষের কাছে উপনীত হয়েছে, তার বিবরণ তিনি ধারা বাহিক উক্ত অনুষ্ঠানগুলিতে দিয়েছিলেন । সুর, লয় ও তালের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশের ঐকতান বর্তমান কালের রাস্তার কোন কোন সঙ্গিত মানতে চাচ্ছে না । পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী ঐকতান ভঙ্গুর শব্দ Sound এর নাম Noise । সাধারণ মানুষের প্রেম-প্রতি ও সুখ-দুঃখের কথা সাধারণ সঙ্গিতে বিদ্যমান বিধায় তা ভাল, কিন্তু ঐকতান নস্ট করে তাকে **নয়েজে** পরিণত করাটা মন্দ ।

ভাল ও মন্দ শব্দ দু'টি অবিচ্ছেদ, আপেক্ষিক, কাল ও স্থান নির্ভর । অনুরূপ ভাবে আস্তিক-নাস্তিক, সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার, হ্যা-না প্রভৃতি শব্দগুলিও অবিচ্ছেদ, আপেক্ষিক, কাল ও স্থান নির্ভর । ইন্টারনেটের বদৌলাতে প্রবাসী মধ্যবিত্তের একটি অংশ বুঝে বা না বুঝে আজ সমাজনীতি ও রাজনীতির উপর মন্তব্য দিয়ে চলছেন । সামাজিক ঐকতান নস্ট হলো, কি হলো না, সে দিকে তাদের দৃষ্টি দেয়ার সময় নাই । ইসলাম ধর্ম তাদের আক্রমনের টার্গেট । ফলে অনেকের বক্তব্যে সামাজিক নয়েজ সৃষ্টি হচ্ছে । ধর্মের কুৎসা প্রচার করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু ধর্মীয় গোড়ামী দূর করা যায় না ।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একজন প্রবাসী বিজ্ঞানবেত্তা সেতারা হাশেমের 'ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ধর্মের সৃষ্টি এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এর বিলুপ্তি ঘটবে' মন্তব্যে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে ভাববাদী আখ্যায়িত করলেন এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সৃষ্টি ও বিলুপ্তির অর্থ দাড় করালেন টুপ করে আসা ও যাওয়া । টুপ করে আপেলের ভূমিতে পতিত হওয়ার কারণ যেমন বিদ্যমান, তেমনি ধর্মের আগমনেরও কারণ বিদ্যমান । আবার কতগুলি শর্ত পুরণ ছাড়া কারণও সৃষ্টি হয় না । বিজ্ঞানবেত্তার কাছে প্রশ্ন, ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংজ্ঞা এবং পার্থক্য জানে ও বুঝে কিনা? 'ঐতিহাসিক প্রয়োজন' এর অর্থ টুপ করে আসা-যাওয়া ছাড়া অন্য কোন সংজ্ঞা জানে কিনা?

বস্তুর অতীত কর্মকান্ডের বস্তুনিষ্ট বিবরনের নাম ইতিহাস । মানুষরূপী বস্তুর কর্মকান্ডের মধ্যে ঐশ্বরিক ইচ্ছার সন্ধান খুঁজার নাম ভাববাদ । ভাববাদের বিষয়গুলি ধ্রুব সত্য হিসাবে গণ্য, যার বিলুপ্তি ঘটে না । বিপরীতে বস্তুবাদে ধ্রুব সত্য বলে কিছু নাই, সব কিছুই আপেক্ষিক, স্থান, কাল ও পাত্র নির্ভর এবং সম্পর্কযুক্ত । যার সৃষ্টি আছে, তার বিলুপ্তি অনিবার্য । এই মন্তব্যটিই সেতারা হাশেম করেছিল । ঐশ্বরিক ইচ্ছায় নয়, সমাজ বিবর্তন কালে পুলিশ বিহীন আদি সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ঐতিহাসিক প্রয়োজন সৃষ্টি হয়েছিল বিধায় ধর্মের আগমন ঘটেছিল । অতএব ধর্মের টুপ করে আগমন বা প্রত্যাবর্তনের কথা ভাববাদীরাই ভাবতে পারে । ভাববাদের সাথে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সম্পর্ক নির্ণয় হলো অজ্ঞতার লক্ষণ ।

সামাজিক স্থিতি অবস্থা বা প্রচলিত ধারা বজায় রেখে পুরাতনের দু-চারটা নাটবল্টু পরিবর্তন করে

নতুন ভাবে উপস্থাপনের নাম সংস্কার। সংস্কারের মাধ্যমে বস্তু বা বিষয়ের উদ্দেশ্য পরিবর্তীত হয় না, কেবলমাত্র পূর্ববর্তী আচরণই সুষ্ঠু ভাবে করতে সমর্থ হয়। দেখা যাচ্ছে ধর্মের মূলোৎপাটন নয়, সংস্কার হচ্ছে বিজ্ঞানবেত্তার কাম্য, অর্থ্যাৎ পুরাতন মদ নুতন বোতলে দেখা।

ধর্ম হলো সমাজ ও সংস্কৃতির একটি উপাদান। সমাজ ও সংস্কৃতি **সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার** উপর নির্ভরশীল। তাই সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের পরিবর্তন সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্রীরা সমাজ পরিবর্তনের সেই লক্ষ্যেই কাজ করছেন।

জীবন রক্ষার্থে ডাক্তার ছুরি ব্যবহার করে। অন্য কেউ আবার জীবন হরণের জন্য ছুরি ব্যবহার করে। তাই দেখা যাচ্ছে ছুরি ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্যের উপর ছুরির কার্যক্রম নির্ভরশীল। অনুরূপ ভাবে ধর্ম কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করবে ধর্মের কার্যক্রম।

সাধারণ ধর্ম বিশ্বাসীরা সমাজ বিবর্তনে বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু ধর্মীয় রক্ষনশীলেরা, অর্থ্যাৎ মৌলবাদীরা সমাজ বিবর্তনে বাধা সৃষ্টি করে। এদের সাথে যুক্ত হয় প্রতিক্রিয়াশীলেরা। তাই সমাজতন্ত্রীরা সংগ্রাম করে মৌলবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে নয়।

আধুনিক বিগ ব্যাং বা উনবিংশ শতাব্দির প্রানী বিবর্তন তত্ত্ব মুখস্ত করলেই সমাজ বিবর্তন তত্ত্ব বুঝা যায় না। তাছাড়া বিগ ব্যাং বা প্রানী বিবর্তন তত্ত্ব দ্বারা সমাজ পরিচালিত হয় না। সমাজ ও রাজনীতি বুঝতে হলে সমাজ বিবর্তন ও সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা তত্ত্ব জানতে ও বুঝতে হবে।

সিমেটিক মানব গোষ্ঠির বিভিন্ন লোক কর্তৃক লিখিত বিভিন্ন পুস্তকের মধ্য থেকে পাঁচটি পুস্তক সমন্বয় ইহুদীদের বাইবেল অর্থ্যাৎ ওল্ড টেস্ট্যামেন্ট গঠিত। সিমেটিক মানব গোষ্ঠি কর্তৃক ইহুদী ধর্ম প্রতিষ্ঠার কয়েক হাজার বছর পূর্বে উক্ত পুস্তকগুলি লিখিত। তদকালীন ইহুদী ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে ঐ পুস্তকগুলির বিষয়বস্তু ঈশ্বরের বানী হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। উক্ত পুস্তকগুলির একটিতে পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টির আদি ধারণা লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থসমূহে সম্প্রসারিত হয়েছে।

সমাজ বিবর্তনে মানুষ ধর্মীয় কাল শেষ করে আধুনিক কালে প্রবেশ করেছে। বর্তমানে মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে। তাদের এই সংগ্রামের মূল বাধা সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের সহযোগী দেশীয় মৌলবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, ধর্ম নয়। ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে বিজ্ঞানবেত্তা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে মৌলবাদ সাধারণ মানুষকে পক্ষে টানতে পারছে, কারণ সাধারণ মানুষ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করে না।

‘কিছু কথা, কিছু প্রশ্ন’ এর মধ্যে সমাজ, রাজনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কীয় লেখকের নিজস্ব ধারণা ও তার অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু উক্ত লেখায় তার প্রশ্নের কোন সন্ধান পেলাম না বিধায় উত্তর দেয়া গেল না। আলোচ্য লেখার লেখকের সাথে তর্কে জড়াতে ইচ্ছুক নই, তবে প্রশ্ন থাকলে উত্তর দিতে প্রস্তুত।

সেতারা হাশেম ২৫/০১/০৬